৩৭তম বিশ্ব যুব দিবস (২০২২-২০২৩ খ্রি.) উপলক্ষে

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

মূলভাবঃ "মারীয়া উঠে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন" (লূক ১:৩৯)।

প্রিয় যুবারা,

পানামাতে অনুষ্ঠিত বিগত ৩৬ম বিশ্বযুব দিবসের মূলভাব ছিল: "আমি প্রভুর দাসী, তোমার বাক্য অনুসারে আমার গতি হোক" (লুক ১:৩৮)। এর পরবর্তীতে আমরা ২০২৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি নতুন গন্তব্য পর্তুগালের লিসবন শহরের দিকে ঈশ্বরের জরুরী আহ্বানে প্রজ্জ্বলিত হৃদয়ে আবার আমাদের যাত্রা শুরু করেছি। ২০২০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা যীশুর বাণী: "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, তুমি উঠো" (লূক ৭:১৪) নিয়ে ধ্যান করেছি।

গত বছরও আমরা প্রেরিতশিষ্য পল, যাকে পুনরুত্থিত প্রভু বলেছিলেন: "উঠো, তুমি যা দেখেছ তার সাক্ষী হিসাবে আমি তোমাকে নিযুক্ত করেছি" (শিষ্য ২৬:১৬) – সেই পলের জীবন-চরিত দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। সেই চলমান যাত্রায় আমরা এখনও পথ চলছি যতক্ষণ না আমরা লিসবনে এসে পৌঁছি। আমাদের তীর্থযাত্রায় আমাদের পাশে থাকবেন নাজারেথের কুমারী, যিনি প্রভুর বাণী শ্রবণ করার পরপরই "উঠে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন" (লূক ১:৩৯)। এই তিনটি মূলভাবের প্রধান শব্দটি হলো: "ওঠো!" আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এই কথাটি আমাদেরকে বলছে: আমাদের ঘুম থেকে জেগে উঠতে, আমাদের পাশের মানুষের জীবন-প্রয়োজনে জেগে উঠতে।

এই দুঃসময়ে, যখন আমাদের মানব পরিবার, ইতিমধ্যেই করোনা মহামারীর শঙ্কা দ্বারা আক্রান্ত এবং ভয়াবহ যুদ্ধের দ্বারা বিপর্যস্ত, তখন মারীয়া আমাদের সকলকে এবং বিশেষত তোমাদের মতো যুবাদের নিকট তাঁর সান্নিধ্য এবং সাক্ষাতদানের পথ দেখাবেন। আমি আশা এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আগামী আগস্টে লিসবনে তোমাদের অনেকের যে অভিজ্ঞতা হবে তা তোমাদের মতো বহু তরুণদের জন্য এবং তোমাদের সাথে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি নতুন সূচনা ঘটাবে।

মারীয়া উঠল

দূতসংবাদের পরে, মারীয়া অন্তর্মুখী হয়ে তার নিজের ভয়-ভীতি ও উদ্বিগ্নতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতেন। তা না করে, তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করলেন এবং তাঁর সকল চিন্তা এলিজাবেথের উদ্দেশ্যে ধাবিত করলেন। তিনি উঠে জীবন-জগৎ এবং তার গতির দিকে চলতে শুরু করলেন। যদিও স্বর্গদূতের অলৌকীক বার্তা তার জীবন-পরিকল্পনায় ভূমিকম্পের ন্যায় আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তবু যুবতী মারীয়া বিচলিত হননি, কারণ তার মধ্যে ছিলেন যীশু, যিনি পুনরুত্থানের শক্তি এবং নতুন জীবন। নিজের মধ্যে, মারীয়া ইতিমধ্যেই মেষশাবককে ধারণ

করেছিলেন; তাকে হত্যা করা হলেও তিনি কিন্তু এখনও বেঁচে আছেন। তিনি উঠলেন এবং যাত্রা করলেন, কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনাই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা। মারীয়া ঈশ্বরের মন্দির ও তীর্থযাত্রী মণ্ডলীর প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠলেন, যে মণ্ডলী সেবার জন্য সামনে এগিয়ে যায় এবং সবার জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসে।

আমাদের নিজের জীবনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপস্থিতি অনুভব করা, তাকে আপন জীবনে "জীবিত" বলে সাক্ষাৎ করা হল সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক আনন্দ, আলোর বিস্ফোরণ যা কাউকে স্পর্শ না করে পারে না। মারীয়া অন্যদের কাছে সুসমাচার বহন করার জন্য এবং খ্রীষ্টের সাথে তার সাক্ষাতের আনন্দ পৌছে দেওয়ার জন্য অবিলম্বে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ঠিক একই ভাবে পুনরুত্থানের পর যীশুর প্রথম শিষ্যেরাও তাৎক্ষণিকভাবে গুহা থেকে চলে গেল: "মহিলারা ভয়ে এবং মহাআনন্দে দ্রুত সমাধি ছেড়ে চলে গেল এবং তাঁর শিষ্যদের একথা জানাতে দৌড়ে গেল" (মথি ২৮:৮)।

পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিবরণসমূহে, সাধারণত দুটো শব্দের ব্যবহার দেখি: "জেগে ওঠা" এবং "উত্থান করা"। এই কথা দিয়ে প্রভু যীশু আমাদেরকে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং আমাদের সব রকমের বদ্ধদ্বার পেরিয়ে বাইরে নিয়ে চলেন। "এই রূপকটি মণ্ডলীর জন্যও একটি সুন্দর অর্থ বহন করে। প্রভুযীশুর শিষ্য এবং খ্রিষ্টমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে খুব দ্রুত জেগে ওঠার জন্য, পুনরুত্থান-রহস্যে প্রবেশ করার জন্য আমরাও আহ্বান পাই এবং প্রভু তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের পরিচালনা করেন" (উপদেশ, সাধু পিতর ও পলের মহাপর্ব, ২৯ জুন ২০২২)।

চলার পথে যে যুবারা আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে চায় না, যারা আপন জীবনের বেড়াজালে আবদ্ধ, তাদের জন্য প্রভুর মা হচ্ছেন একজন আদর্শ। মারীয়ার লক্ষ্য সর্বদা বহির্মুখী। কুমারী মারীয়া একজন পুনরুত্থিত নারী, সর্বদা মহাযাত্রার একজন যাত্রী, নিজ থেকে বের হয়ে "অপর" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি তাঁর মনোযোগ এবং অন্য সকল ভাইবোনদের, বিশেষ করে যাদের প্রয়োজন অধিক, যেমন এলিজাবেথ, তাদের প্রতি তার "পরমুখী" জীবন।

মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করলেন .....

মিলানের সাধু অ্যামব্রোস, লূকের মঙ্গলসমাচারের উপর তার ব্যাখায় লিখেছেন যে, মারীয়া পাহাড়ের দিকে দ্রুত যাত্রা শুরু করলেন, "কারণ তিনি প্রভুর প্রতিশ্রুতিতে আনন্দ পেয়েছিলেন এবং সেই আনন্দে উদ্দীপিত হয়ে অপরকে সেবা করতে চেয়েছিলেন। ঈশ্বরের পরিপূর্ণা তিনি, পাহাড়চূড়া ব্যতীত আর কোথায় তিনি যাবেন? পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের আর কোন বিলম্বের সুযোগ নেই"। এইভাবে মারীয়ার দ্রুত চলে যাবার বিষয়টা এমন একটি চিহ্ন যা তার সেবা করা, আনন্দ প্রকাশ করা এবং পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের প্রতি সন্দিহান না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেওয়ার বাসনা প্রকাশ করে।

মারীয়া তার বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি বোনের প্রয়োজন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি পিছিয়ে যাননি বা উদাসীন থাকেননি। তিনি নিজের চেয়ে অন্যের কথা ভেবেছেন – যা তার জীবনে উৎসাহ এবং দিকনির্দেশনা দিয়েছে। তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের প্রশ্ন করতে পার: "আমি আমার চারপাশের মানুষের মধ্যে যে প্রয়োজনগুলো দেখি সেগুলোর প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া কীরূপ? আমি কি তাৎক্ষণিকভাবে

জড়িত না হওয়ার অন্য কারণ খোঁজ করি? নাকি তাদের সাহায্য করার আগ্রহ ও ইচ্ছা প্রকাশ করি?" নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে, তুমি বিশ্বের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তবুও, তোমার কাছাকাছি যারা বাস করে তাদের প্রয়োজনে তুমি সাড়া দিয়ে শুরু করতে পার। কেউ একবার মাদার তেরেসাকে বলেছিলেন: "আপনি যা করছেন তা মহাসমুদ্রের জলরাশির মধ্যে এক বিন্দু জল মাত্র।" মাদার উত্তর দিলেন: "কিন্তু আমি যদি সেটা না করি তাহলে মহা জলরাশির মধ্যে একফোটা জল কমই থাকবে।"

আমরা কখনো কোন বাস্তব এবং জরুরী প্রয়োজনের মুখামুখী হলে, আমাদের দ্রুত কাজ করতে হবে। আমাদের আপনজগতের মধ্যে কত মানুষ আছে যারা তাদের বিষয়ে চিন্তা করবে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসবে। কত বৃদ্ধ, অসুস্থ, কারাবন্দী এবং উদ্বাস্তু মানুষ আছে যাদের প্রতি কেউ একটু সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়ে তাকাবে, উদাসীনতার প্রাচীর ভেঙ্গে কোনো ভাই-বোন তাদের সাথে দেখা করতে আসবে!

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, তোমাদের মধ্যে কোন কিছুর জন্য কী "তাড়া" আছে? এমন কিছু আছে, যা তোমাকে জেগে উঠতে বলে এবং অমনি বেরিয়ে পড়তে প্রেরণা দান করে? অথবা তোমাকে স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলে? অনেক মানুষ - মহামারী, যুদ্ধ, জোরপূর্বক অভিবাসন, দারিদ্র্য, সহিংস্রতা এবং জলবায়ু বিপর্যয়ের মতো বাস্তবতায় - নিজেকে জিজ্ঞাসা করছে: "কেন আমার জন্য এ ঘটনা ঘটছে? আমার বেলা কেন? এখনিই বা কেন?" কিন্তু জীবনের আসল প্রশ্নটি হল: "আমি কার জন্য বেঁচে আছি?" ((cf. *Christus Vivit*, 286)।

নাজারেথের যুবতী নারী মারীয়ার মতো, যারা প্রভুর কাছ থেকে অসাধারণ অনুগ্রহ পেয়েছে এবং যারা অন্যের সাথে তা শেয়ার করার জন্য এবং তাদের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা অপরের উপর ঢেলে দেওয়ার জন্য তারাও অন্তরের মধ্যে তাগিদ অনুভব করে। তাদের তাগিদটা হচ্ছে তাদের সামার্থ্য নিজের জন্য নয় বরং অন্যের জন্য ব্যবহার করার তাগিদ।

মারীয়া একজন যুবাদের এমন একজন আর্দশ যিনি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বা অন্যের "লাইক" পাওয়ার জন্য সময় নষ্ট করে না - যেমনটি আমাদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় যখন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের "লাইক"/"পছন্দ" এর উপর নির্ভর করি। কুমারী মারীয়ার সমস্ত "সংযোগ" এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সংযোগটি খুঁজে বের করার জন্য যাত্রা করেন – যা সাক্ষাৎ, শেয়ার, ভালবাসা এবং সেবা থেকে আসে।

যীশুর জন্মসংবাদের পর, যুবতী মারীয়া, তার জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা দিয়ে যে সাক্ষাতের সূত্রপাত হয়েছে, তা সকল পুত্র-কন্যাদের প্রয়োজন, বিশেষভাবে যাদের অধিক প্রয়োজন, তাদের সাহায্য দানের মধ্য দিয়ে সকল সময় ও স্থানের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করার কোন সময় থেমে যায় নি।

আমাদের নিজস্ব যাত্রা, যদি ঈশ্বরের দ্বারা "অধিষ্ঠিত" হয়, তাহলে তা সরাসরি আমাদেরকে প্রতিটি ভাই ও বোনের হৃদয়ে নিয়ে যেতে পারে।

যীশুর মা এবং আমাদের মা মারীয়ার "সাক্ষাৎ" দানের বিষয়ে অসংখ্য লোকদের কাছ থেকে আমরা কত সাক্ষ্য শুনেছি! পৃথিবীর অনেক প্রান্তে, বিভিন্ন যুগে, মারীয়ার সাক্ষাৎ-দর্শন দিয়ে এবং বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে মারীয়া তার ভক্তদের সাথে দেখা করেছেন! পৃথিবীতে কার্যত এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তিনি দেখা দেননি। ঈশ্বরের জননী হিসাবে তিনি তার সন্তানদের মাঝে স্নেহময় এবং প্রেমময় যত্ন নিয়ে থাকেন। তিনি তার সন্তানদের উদ্বেগ এবং সমস্যা নিজের করে নেন। যেখানেই আমাদের রাণী কুমারী মারীয়ার নামে উৎসর্গীকৃত কোন তীর্থমন্দির, কোন গির্জা বা চ্যাপেল রয়েছে, সেখানে তার বিশ্বাসীভক্ত বিপুল সংখ্যায় সমবেত হয়। সেই সমস্ত জনপ্রিয় ভক্তিমূলক জনসমাবেসের কথা চিন্তা করো! তীর্থোৎসব, পর্বোৎসব, ভক্তিমূলক প্রার্থনা, বাড়িতে মূর্তির সিংহাসন স্থাপন এবং অন্যান্য অনেক ভক্তি-অর্চনা, প্রভুর মা এবং তার সন্তানদের মধ্যে গভীর সম্পর্কের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে, এবং যার ফলশ্রুতিতে তারা অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে!

সুস্থ দ্রুততা আমাদের সর্বদা ঊর্ধ্বলোকে এবং অপরের দিকে চালিত করে

সুস্থ দ্রুততা আমাদের সর্বদা উর্ধ্বলোকে এবং অন্যদের দিকে চালিত করে। তবে এও সত্য সেই দ্রুততা এমন অসুস্থতাও হতে পারে, যা আমাদেরকে ভাসাভাসা ও হালকা জীবনযাপন করতে প্রভাবিত করে। সেই অসুস্থ দ্রুততা হচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরার্থবোধ হীনতা, যার মধ্যে অন্যের প্রতি কোন আত্মনিয়োজন থাকে না। এই দ্রুততা তাদের মধ্যে দেখা যায় এমনভাবে জীবনযাপন, পড়াশুনা, কাজ এবং সামাজিকতা যেখানে তার নিজস্ব কোন বিনিয়োগ নেই। এই ধরনের দ্রুততা বা ত্বরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও থাকতে পারে। এটি পরিবারেও দেখা যায়, যখন আমরা অন্যের কথা শুনতে এবং অন্যদের সাথে সময় কাটাতে অনীহা প্রকাশ করি। আবার বন্ধুত্বের বেলায়ও হতে পারে, যখন আমরা আশা করি যে, আমাদের বন্ধুরা আমাদের আনন্দ দেবে এবং আমাদের প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে। কিন্তু যদি আমরা অন্যভাবে তাকাই তাহলে দেখব যে তারাও সমস্যায় পড়েছে এবং আমাদের সময় এবং সাহায্য তাদের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি প্রেমিক-প্রেমিকাদের মধ্যেও এই দ্রুততা আছে, একে অপরকে জানার এবং বোঝার জন্য ধৈর্য আজকাল খুব কম লোকেরই আছে। আমাদের স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে এবং দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে একই মনোভাব থাকতে পারে। যখন কোন কাজ ত্বরা বা দ্রুতগতিতে করা হয়, তখন সেগুলি ফলপ্রসূ হয় না। তারা বন্ধ্যা এবং প্রাণহীন থাকার ঝুঁকিতে থাকে যেমন আমরা হিতোপদেশের বইতে পড়ি: "অধ্যবসায়ীদের পরিকল্পনা অবশ্যই প্রাচুর্য্যের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু যারা তাড়াহুড়া করে তারা কেবল অভাবের জন্য আসে" (হিতো ২১:৫-৬)।

মারীয়া যখন জাখারিয়া এবং এলিজাবেথের বাড়িতে পৌঁছান, তখন একটি বিস্ময়কর সাক্ষাৎ ঘটে! এলিজাবেথ নিজেই ঈশ্বরের কাছ থেকে অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, যিনি তাকে তার বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তান দিয়েছিলেন। যদিও তিনি "নিজে পরিপূর্ণ" ছিলেন না এবং তার নিজের সম্পর্কে কথা বলার অনেক কারণ রয়েছে কিন্তু তার যুবতী জ্ঞাতি বোন মারীয়া এবং তার গর্ভের ফলকে স্বাগত

জানাতে মনোযোগী ছিলেন। মারীয়ার অভিবাদন শোনার সাথে সাথে এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। এই ধরনের আশ্চর্য এবং আত্মার প্রসার ঘটে যখন আমরা সত্যিকারে অন্যকে গ্রহণ করি, যখন আমরা নিজেদেরকে নয় বরং অন্যকে আমাদের কেন্দ্রে রাখি। জাখেয়র গল্পেও আমরা এটি দেখতে পাই। লুক লিখিত সুসমাচারে আমরা পড়ি যে, "যীশু যখন সেই স্থানে এসে পৌছলেন, তখন তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, "জাখেয়, শিঘ্র নেমে এসো; কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে। তাই সে শীঘ্র নেমে এল এবং সানন্দে তাকে অভ্যর্থনা জানাল" (লূক ১৯:৫-৬)।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই যীশুর সাথে সাক্ষাতের অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো ঘনিষ্ঠতা এবং শ্রদ্ধা উপলব্ধি হয়েছে, অতীতের বদ্ধমূল ধারণা এবং স্বীকৃতির অভাব দূর হয়েছে; এবং এমনকি প্রসন্ন দৃষ্টি অনুভব হয়েছে যা আমরা অন্য কারও কাছ থেকে পাই নি। শুধু তাই নয়, আমরা আবার এও বুঝতে পেরেছি যে, আমাদেরকে দূর থেকে আমাদের দেখা যীশুর জন্য যথেষ্ট ছিল না; তিনি আমাদের সাথে থাকতে চেয়েছিলেন এবং আমাদের সাথে তার জীবন ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। এই অভিজ্ঞতার আনন্দ তাঁকে স্বাগত জানাতে, তাঁর সাথে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে এবং তাঁকে আরও ভালভাবে জানতে তাগিদ দেয়। এলিজাবেথ এবং জাখারিয়া মারীয়া এবং যীশুকে তাদের বাড়িতে স্বাগত জানালেন। এসো আমরা এই দুই প্রবীণ ব্যক্তির কাছ থেকে আতিথেয়তার অভিজ্ঞতা শিখি! তোমার বাবা-মা, দাদা-দাদি/নানা-নানি এবং তোমার সমাজের জ্যেষ্ঠদের জিজ্ঞাসা কর, তাদের জীবনে ঈশ্বর এবং অন্যদেরকে স্বাগত জানানোর অর্থ কী। তোমার আগে যারা একাজ করেছে তাদের অভিজ্ঞতা শুনে তুমি উপকৃত হবে।

প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, এখনই সময় এসেছে যখন আমরা দ্রুত ও তাড়াতাড়ি করে বাস্তব সাক্ষাতের দিকে, যারা আমাদের থেকে ভিন্ন তাদেরকে সত্যিকারে গ্রহণ করতে যাত্রা করব। যুবতী মারীয়া এবং বয়স্ক এলিজাবেথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। কেবলমাত্র এইভাবেই আমরা - প্রজন্মগত, সামাজিক শ্রেণীগত, জাতিগত এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগত নানা দূরত্ব কমিয়ে সেঁতুবন্ধন তৈরি করতে এবং এমনকি যুদ্ধের অবসান ঘটাতো পারব। যুবারা সবসময় খণ্ডিত ও মানব পরিবারের বিভাজনের মধ্যে নতুন ঐক্যের আশা দৃশ্যমান করে। তবে এটা তখনই সম্ভব যখন তারা বড়োদের জীবনকাহিনী আর স্বপ্নের কথা শুনে সেই স্মৃতি তাদের জীবনে রক্ষা করতে পারবে। "এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে, যখন গত শতাব্দীর যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা অর্জনকারী প্রজন্ম মারা যাচ্ছে তখনই যুদ্ধ আবার ইউরোপে ফিরে এসেছে" (২০২২ সালের বিশ্ব দাদা-দাদি এবং প্রবীণ দিবসের বার্তা)। আমাদের তরুণ এবং বৃদ্ধের মধ্যে একটা সন্ধি হওয়া প্রয়োজন, পাছে আমরা ইতিহাসের কথা ভুলে যাই। আমাদের বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান সব ধরনের মেরুকরণ এবং চরমপন্থাকে অতিক্রম করতে হবে।

সাধু পল, এফেসীয়দের কাছে লিখেছেন যে, "তোমরা যারা একসময় দূরে ছিলে, খ্রীষ্টযীশুতে, খ্রীষ্টের রক্তের গুণে নিকটবর্তী হয়েছ। কেননা তিনি নিজেই আমাদের শান্তির; ... তিনি তার দেহে দুই জাতিকে এক করে তুলেছেন করেছেন এবং বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর অর্থাৎ শত্রুতা ভেঙে ফেলেছেন।" (এফে ২:১৩-১৪)। প্রতিটি যুগে মানবসমাজের সকল চ্যালেঞ্জের প্রতি যীশুই হচ্ছেন ঈশ্বরের একমাত্র

সাড়াদান। মারীয়া যখন এলিজাবেথের সাথে দেখা করতে যান তখন তার মধ্যে সেই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। মারীয়া তার বয়স্ক আত্মীয়ের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার যেটি এনেছেন তা হল যীশু নিজেই। নিঃসন্দেহে, তিনি যে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিয়েছিলেন তা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান। তবুও কোন কিছুই জাখারিয়ার ঘরকে কুমারীর গর্ভে যীশুর উপস্থিতির মতো এত আনন্দ এবং সন্তুষ্টিতে দিতে পারে নি, অথচ তা এখন জীবন্ত ঈশ্বরের এক নিয়ম সিন্দুক। সেই পাহাড়ী গ্রামে, যীশু তাঁর নিছক উপস্থিতিতে এবং একটি শব্দও উচ্চারণ না করে, তাঁর প্রথম "পর্বতে উপদেশ" প্রচার করেছিলেন। যারা ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ যারা দরিদ্র এবং বিনম্র তাদেরকে তিনি ধন্য বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রিয় যুবক-যুবতীরা, তোমাদের জন্য আমার বার্তা হচ্ছে: যীশু, যিনি মণ্ডলীর কাছে অর্পিত মহান বার্তা! হ্যাঁ, যীশু নিজেই, আমাদের প্রত্যেকের জন্য তাঁর অসীম ভালবাসায়, তাঁর পরিত্রাণ এবং নতুন জীবন তিনি আমাদের দান করেছেন। মারীয়া আমাদের আর্দশ; তিনি আমাদের দেখান কিভাবে আমাদের জীবনে এই বিরাট দানকে স্বাগত জানাতে হয়, অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে হয় এবং এইভাবে খ্রীষ্টকে, তাঁর করুণাময় ভালবাসা এবং গভীরভাবে আহত মানবতার জন্য তাঁর উদার সেবা নিয়ে আসতে হয়।

একসাথে লিসবনের দিকে যাত্রা!

মারীয়া তোমাদের অনেকের মতই একজন যুবতী নারী ছিলেন । তিনি আমাদেরই একজন ছিলেন। একজন ইতালীয় বিশপ ডন টোনিনো বেলো, মারীয়ার নিকট এই প্রার্থনাটি সম্বোধন করে বলেছিলেন: "পবিত্রা মারীয়া..., আমরা ভাল করেই জানি যে, তুমি সমুদ্রের গভীরে যাত্রা করার জন্য নির্ধারিত ছিলে। আমরা যদি সমুদ্র-উপকূলে থাকার জন্য তোমাকে অনুরোধ করি, তার মানে এই নয় যে, আমরা তোমাকে সমুদ্র-গভীরে যাত্রা থেকে বিরত করছি। কিন্তু আমাদের হতাশার সমুদ্র সৈকতে তোমার ঘনিষ্ঠতা দেখে আমরা যেন বুঝতে পারি যে, তোমার মতো আমরাও স্বাধীনতার সুউচ্চ সমুদ্রের যাত্রা করার আহ্বান পেয়েছি" (মারীয়া, ডোনা দেই নস্ট্রি গিয়র্নি, সিনিসেলো বালসামো, ২০১২, ১২-১৩)।

আমি আমার কয়েকটি পত্রে পর পর উল্লেখ করেছি যে, পর্তুগাল থেকে পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে প্রচুর সংখ্যক যুবক-যুবতী - অনেক মিশনারী - অজানা বিশ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল দেশ ও জাতির সাথে যীশুর সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য। (২০২০ বিশ্ব যুব দিবসের জন্য, দ্রঃ বার্তা)। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সেই মাতৃভূমিকে মা মারীয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎ-দর্শন দানের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। ফাতিমার কাছ থেকে, তিনি সব বয়সের লোকদের কাছে ঈশ্বরের প্রেমের শক্তিশালী এবং মহৎ বার্তা উচ্চারণ করেছিলেন, যা আমাদেরকে পরিবর্তন এবং সত্যিকারের স্বাধীনতার দিকে আহ্বান করে। আরও একবার, আমি তোমাদের প্রত্যেক তরুণদের মহান আন্তঃমহাদেশীয় তীর্থযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা আগামী আগস্টে লিসবনে বিশ্বযুব-দিবস উদযাপনে পরিণত হবে। আমি তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আগামী ২০ নভেম্বর, খ্রীষ্ট রাজার মহাপর্বে, আমরা সারা বিশ্বের স্থানীয় মণ্ডলীর সাথে একত্র হয়ে বিশ্ব-যুব দিবস উদযাপন করব। এই বিষয়ে,

Dicastery for the Laity, the Family and Life-এর কর্তৃক প্রকাশিত *"স্থানীয় মণ্ডলীতে বিশ্ব যুব দিবস উদযাপনের জন্য পালকীয় নির্দেশিকা"* দলিলটি তরুণদের পালকীয় যত্নে অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে।

প্রিয় তরুণেরা, এটা আমার স্বপ্ন যে, বিশ্বযুব-দিবসে তোমরা ঈশ্বর এবং আমাদের ভাই ও বোনদের সাথে সাক্ষাতের আনন্দ নতুনভাবে অনুভব করতে সক্ষম হবে। দীর্ঘ সময়ের সামাজিক দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার পর, আমরা সবাই লিসবনে আবার আবিষ্কার করব - ঈশ্বরের সাহায্যে - মানুষ এবং প্রজন্মের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আলিঙ্গনের আনন্দ, পুনর্মিলন ও শান্তির আলিঙ্গন, নতুন মিশনারি ভ্রাতৃত্বের আলিঙ্গন! পবিত্র আত্মা তোমাদের হৃদয়ে "জেগে উঠার" আকাঙ্খা জাগিয়ে তুলুন এবং সমস্ত মিথ্যা সীমানাকে পেছনে ফেলে, মণ্ডলীর সিনড-প্রক্রিয়ার আলোকে একসাথে যাত্রা করার আনন্দ দান করুন। এখন জেগে ওঠার সময়! এসো, মারীয়ার মতো আমরাও "উঠে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করি"। এসো, আমরা যীশুকে আমাদের হৃদয়ে বহন করি এবং যাদের সাথে আমরা দেখা করি তাদের সকলের কাছে তাঁকে নিয়ে যাই! তোমাদের জীবনের এই সুন্দর সময়ে, এগিয়ে যাও এবং পবিত্র আত্মা তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত ভাল কাজ করতে পারেন তা বন্ধ করে দিও না! আমি তোমাদের স্বপ্ন এবং তোমাদের যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপ স্নেহভরে আশীর্বাদ করি।

+ ফ্রান্সিস

রোম, সেন্ট জন ল্যাটারান, ১৫ আগস্ট ২০২২

কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্ব

অনুবাদঃ ফাদার বিকাশ জেমস রিবেরু, সিএসসি

নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী

এপিসকপাল যুব কমিশন, সিবিসিবি, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতায়ঃ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি